প্রথম আলো

তারিখ 3 1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে গতকাল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো ফিজিকস অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে বিজ্ঞান জয়ের আগ্রহ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

শক্তির রূপান্তর হতে হতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তারপর কী হবে? ব্ল্যাকহোল ধ্বংস হয়ে গেলে কী হয়? শিক্ষার্থীদের এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠেছিল ফিজিকস অলিম্পিয়াডের আসর। গতকাল শনিবার রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীতে এই উৎসবে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে ছিল বিজ্ঞান জয়ের আগ্রহ।

বাংলাদেশ ফিজিকস অলিম্পিয়াড কমিটির এই আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতায় আছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক। ব্যবস্থাপনায় *প্রথম আলো*। ম্যাগাজিন পার্টনার *বিজ্ঞানচিন্তা*। আর সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা। *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক ও আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পাঠানো খবর :

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসব। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এম গোলাম মর্তুজা। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম, উইজডোম স্ট্যান্ডার্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালেহ হাসান নকিব। এই আয়োজনে স্থানীয়ভাবে সহযোগিতায় ছিল উইজডোম স্ট্যান্ডার্ড কলেজ।

উৎসবে ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২৭টি কলেজের মোট ৪৯৬ জন

শিক্ষার্থী অংশ নেয়। উদ্বোধনী পর্ব শেষে শিক্ষার্থীরা তিন দলে ভাগ হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে শোভাযাত্রা ও শহীদ মিনারে বেলুন ও ফেস্টুন ওড়ানো হয়। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সালেহ হাসান নকিব, খন্দকার মাহমুদুল ইসলাম এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক নাহিদ আরিফুল ইসলাম। সমাপনী অনুষ্ঠানে তিন বিভাগ থেকে ৬০ জন বিজয়ীর মধ্যে মেডেল ও সনদ বিতরণ করা হয়।

নোয়াখালীতে নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উৎসব উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নোয়াখালী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আল-হেলাল মো. মোশারফ হোসেন। ফিজিকস অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন নোয়াখালী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. বেলায়েত হোসেন ও নোয়াখালী আঞ্চলিক ফিজিকস অলিম্পিয়াডের সমন্বয়ক মিজানুর রহমান।

পরে পরীক্ষায় অংশ নেয় নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২২০ জন শিক্ষার্থী। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নোয়াখালী সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খোরশেদ আলম, চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. ইউছুফ ও নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক মো. খলিল উল্যাহ। সমাপনী পর্বে তিন বিভাগ থেকে ৩৫ জন বিজয়ীর মাঝে মেডেল ও সনদ বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সকাল ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. জসীম উদ্দিন খান। আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খান মো. সাইফুল ইসলাম, কলেজের অধ্যক্ষ মো. সাখাওয়াত হোসেন। উদ্বোধন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দস্তগীর আল কাদেরী, আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড পদকজয়ী হক মোহাম্মদ ও হাসান সা'দ। সমাপনী পর্বে তিন বিভাগ থেকে ৬০ জন বিজয়ীর মধ্যে মেডেল ও সনদ বিতরণ করা হয়।